আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
হটলাইন: ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
হটলাইন: ০১৭১৫ ২২০২২০

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
হটলাইন: ১০৯২১

BLAST

Kingdom of the Netherlands

ধর্ষণ প্রতিকারে সচেতনতা

BLAST

সখি
নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছাপূরণ

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রথম সংস্করণ: আগষ্ট ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৫

মুদ্রণ: প্রিন্টেক

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭৩
ইমেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েব: www.blast.org.bd
ফেসবুক: www.facebook.com/BLASTBangladesh

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান

এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ইমেইল করুন: publication@blast.org.bd

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সহযোগী বেসরকারী সংস্থাসমূহ:

- আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) - ফোন : (০২) ৮১০০১৯২-১৯৫, ১৯৭
- অপরাজেয় বাংলাদেশ - ফোন : (০২) ৯০২১২৬১-৬৩
- এসোসিয়েশন ফর কারেকশান এন্ড স্যোশাল রিক্রুমেশান - ফোন : ৮০১৮১৫৪, ৮০১৮৯২১
- এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট - ফোন : ০৭২১৭৭০৬৬০
- বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি - ফোন : (০২) ৯১৩৮৪৫৬, ৮১২৮৬৮৩
- বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাস্ট) - ফোন : (০২) ৮৩৯১৯৭০-৭২
- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন - ফোন : (০২) ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪২০
- মেরী স্টোপস্ - ফোন : (০২) ৫৮১৫২৫৩৮, ৫৮১৫২৫৪০
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ - ফোন : (০২) ৯৫১১৯০৪, ৯৫৮২১৮২
- এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন - ফোন : ৯৮৭৮৭৭৭১৪৮, ৯৮৭৮৭৭৭১৪৯

ধর্ষণ কি?

ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সাথে যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত অবস্থায় যৌনসহবাস করে, তাহলে তা ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে:

প্রথমত: তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে,

দ্বিতীয়ত: তার সম্মতি ব্যতিরেকে,

তৃতীয়ত: তার সম্মতিক্রমে, যেক্ষেত্রে তাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় প্রদর্শন করে তার সম্মতি আদায় করা হয়,

চতুর্থত: তার সম্মতিক্রমে, যেক্ষেত্রে লোকটি জানে যে সে তার স্বামী নয় এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে, সে (পুরুষটি) এমন কোন লোক যার সাথে সে আইনানুগ ভাবে বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তার সাথে আইনানুগ ভাবে বিবাহিত বলে বিশ্বাস করে,

অথবা, ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

ধর্ষণের শিকার হলে কি করতে হবে?

১. বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে জানানো:

ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধু যার উপর নির্ভর করা যায় বা যার উপর আস্থা ও বিশ্বাস আছে তাকে দ্রুত জানাতে হবে।

ঘটনা ঘটার সাথে সাথে কাউকে জানালে প্রয়োজনে সে ধর্ষণের মামলায় সাক্ষী হতে পারবে এবং মনে রাখতে হবে, এই সাক্ষী ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করতে সাহায্য করবে।

২. ধর্ষণের আলামত বা প্রমাণ সংরক্ষণ করা:

আলামত সংরক্ষণের জন্য ধর্ষণের শিকার নারীকে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে -

ক. গোসল না করা:

ধর্ষণের শিকার হবার পর গোসল করলে ধর্ষণের আলামত বা চিহ্নগুলি ধুয়ে শরীর থেকে চলে যায়। তাই ডাক্তারি পরীক্ষার আগে কোনো ভাবেই গোসল করা উচিত না, এমনকি শরীরের কোন অঙ্গ -প্রত্যঙ্গও পরিষ্কার করা যাবে না। গোসল না করলে ৭২ ঘন্টা বা ৩ দিন পর্যন্ত ধর্ষণের আলামত শরীরে থাকে।

খ. পরনের কাপড় না ধোয়া:

ধর্ষণের সময় গায়ে/পরনে যে কাপড় ছিল তা কোনোভাবেই ধোয়া বা পরিষ্কার করা উচিত নয়। পরনের কাপড়-চোপড় না ধুয়ে কাগজের ব্যাগে নিরাপদ স্থানে রেখে দেয়া উচিত। পরনের কাপড় প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগে রাখা উচিত নয়। কারণ প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগে আলামত নষ্ট হয়ে যায়।

৩. ডাক্তারি পরীক্ষা করানো:

ক. ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে গোসল না করে দ্রুত যে কোন সরকারি হাসপাতালে / সরকার অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতালে অথবা নিকটবর্তী সেবা প্রদানকারীর কাছে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। তাছাড়া বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারেও (ওসিসি) ধর্ষণের শিকার নারী প্রয়োজনীয় সেবা এক স্থান হতে পেতে পারে।

খ. ডাক্তারি পরীক্ষার সময় আরেক সেট কাপড় সাথে নিয়ে যেতে হবে, কারণ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার বা পুলিশ এ কাপড় রেখে দিতে পারেন।

গ. ঘটনা ঘটার ৭২ ঘন্টা বা ৩ দিনের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধর্ষণের শিকার নারীর সম্মতিক্রমে ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তার বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন তা পরীক্ষার পূর্বে বর্ণনা করবেন।

ঘ. মেডিকেল পরীক্ষার সার্টিফিকেটে ডাক্তার যে আলামত বা চিহ্ন পেলেন তার প্রতিটির বিবরণ লিখবেন, ধর্ষণের শিকার নারীর শারীরিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যাসহ সংশ্লিষ্ট থানায় প্রদান করবেন।

৪. থানায় অভিযোগ দায়েরঃ

অভিযোগ নিম্নোক্তভাবে থানায় দায়ের করা যায়ঃ

- ধর্ষণের শিকার নারী নিজে বা তার পক্ষে কেউ সরাসরি থানায় উপস্থিত হয়ে
- রেজিস্ট্রি ডাকে / চিঠির মাধ্যমে অভিযোগ করলে তার রশিদ ও অভিযোগের ফটোকপি রেখে দিতে হবে
- ফোন / ই-মেইলের মাধ্যমে, অথবা
- সরাসরি থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলে- দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার অভিযোগ লিখে, অভিযোগকারীকে তা পড়ে শোনানোর পর তার (অভিযোগকারীর) সেটিতে স্বাক্ষর নিবেন।

অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ থানায় লিখিত অভিযোগের একটি কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

যদি অভিযোগের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আইনানুগ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন অথবা অভিযোগ গ্রহণ না করেন, তবে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি নিজে বা তার পক্ষে কেউ **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল** - এ অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

৫. ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের (ভিএসসি) সহযোগিতা নেয়াঃ

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করেছে। সামাজিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অপরাধের শিকার নারী ও শিশু যাতে সহজে এ সকল সেন্টারে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন, সে লক্ষ্যে সরকার দশটি এনজিওর সহায়তায় সম্পূর্ণভাবে নারী পুলিশের পরিচালনায় এ সকল সেন্টারে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান করে থাকেন।

না মানে না
ন্যায়বিচার
নিরবতা
আর নয়
সকলের
অধিকার
ধর্ষণের বিরুদ্ধে
সোচ্চার
হোন
ধর্ষণকে
না
বলুন

কারা কারা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে আসতে পারেন?

- ধর্ষণ, অপহরণ ও পাচারসহ বিভিন্ন মামলায় অপরাধের শিকার নারী ও শিশু
- নিখোঁজ শিশু
- নির্যাতিত গৃহকর্মী
- প্রতিবন্ধকতার শিকার কোন নির্যাতিত নারী ও শিশু
- বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া নারী ও শিশু
- যৌন নিপীড়নের শিকার নারী ও শিশু

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার অপরাধের শিকার নারী ও শিশুদের কী কী সেবা দেয়?

- মর্যাদা ও আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানিয়ে যথোপযুক্ত তথ্য প্রদান করে
- কথা মনোযোগ সহকারে শোনে এবং তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে
- নারী ও শিশুদের পক্ষে অভিযোগ দায়ের করে
- এজাহার বা অভিযোগ দায়েরে সহযোগিতা করে
- আইনগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করে
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াসহ জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে

- তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে
- মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে
- আইনগত সহায়তাসহ অন্যান্য সহযোগীতার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় প্রেরণ করে
- পুনরায় যাতে অপরাধের শিকার না হয় সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে
- সর্বোচ্চ ৫ দিন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে আশ্রয় প্রদান করে।

৬. আইনি সহায়তা নেয়া:

একজন আইনজীবী বা কোনো আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ নিতে হবে।

৭. লিখে রাখা:

ঘটনার বিশদ বিবরণ লিখে রাখা উচিত। মনে রাখতে হবে মামলার সাক্ষী গ্রহণের সময়ে এটি কাজে লাগতে পারে।

বিচার কার্যাবলী কোথায় ও কিভাবে হবে?

কোন আদালতে বিচার হয়?

ধর্ষণের মামলা জেলা জজ আদালত প্রঙ্গনে অবস্থিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে বিচার হয়।

জামিন ও আপোষ:

- ধর্ষণের ঘটনা আপোষ যোগ্য নয় তাই আদালতের বাইরে আপোষ নয়
- ধর্ষণের ঘটনার মামলা করলে তা অ-জামিন যোগ্য

তদন্ত:

ধর্ষণের অভিযুক্ত ব্যক্তি ধর্ষণের ঘটনার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার হলে বা পরবর্তী সময়ে গ্রেফতার হলে

- ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পুলিশ তদন্ত কাজ শেষ করবেন।

অন্যথায় আদালতের আদেশ অনুসারে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

- ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করবেন
- ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে, কারণ দর্শানোসহ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস সময়ে তদন্ত শেষ করবেন।

বিচার পদ্ধতি:

ক. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করবেন

খ. কোন বিরতি ছাড়া বিচার কাজ চলবে

গ. আসামী শিশু হলে তাকে শিশু আইনের অধীনে বিচার করতে হবে

ঘ. বিচার কাজ গোপন কক্ষে হতে পারে এবং

ঙ. বিচারের সময় নারী ও শিশু কোন প্রকার হুমকির সম্মুখীন হলে প্রয়োজনে মহামান্য আদালত ঐ নারী (সম্মতিসহ) বা শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে পারেন।

ধর্ষণের শাস্তি:

ধর্ষণ এর ফলে নারী বা শিশুর-

মৃত্যু ঘটলে:

ধর্ষণের অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করলে:
ধর্ষণের অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

ধর্ষণের চেষ্টা করলে:
ধর্ষণের অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের শিকার হলে:
দায়ী প্রত্যেকে ১০ বছর বা ন্যূনতম ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় এবং এর অতিরিক্ত ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

ধর্ষণের ফলে জন্ম লাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান

- উক্ত সন্তানকে তার মা কিংবা মাতৃকূলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাবে
- উক্ত সন্তান তার পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকারী
- উক্ত সন্তানের ভরনপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে
- ভরনপোষণ ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা কন্যা সন্তানের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রতিবন্ধী সন্তানের ভরনপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত দিতে হবে
- রাষ্ট্র এ অর্থ ধর্ষণের অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় করতে পারবে।